দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 10 DEC 2005
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে

॥ মিজানুর রহমান ॥

নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা। দেশের বর্তমান জঙ্গি তৎপরতায় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ অরক্ষিত বলে মনে করছেন তারা। শিক্ষকরা বলেছেন, শুধু রাতে নয়, দিনেও তারা বাসা থেকে বের হতে ভয় পাচ্ছেন। একাধিকবার বিভিন্ন ভবন বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার এবং শিক্ষকদেরকে হত্যার হুমকি এ আতংকের কারণ। হুমকির পরও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট নয় বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষকরা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেছেন, দেশের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে ক্যাম্পাসে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

জঙ্গি সংগঠন জেএমবি সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার ছাত্রীদের হলের সামনে বোমা হামলার হুমকি দিয়েছে। এ হুমকির কারণে ফজিলাতুন্নেসা হলের স্বল্প সংখ্যক ছাত্রী গত দুইদিনে সন্ধ্যার পর হল থেকে বের হয়েছে। খুব প্রয়োজন ছাড়া হলের ছাত্রীরা সন্ধ্যার পর বের হচ্ছে না।

এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক, অধ্যাপক আবুল বারকাত, অধ্যাপক মুনতাসির মামুন, অধ্যাপক এম এম আকাশসহ (১৯শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

(২০শ পৃঃ পর)

কমপক্ষে ১৫জন শিক্ষককে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল, কলা ভবন, মোকাররম ভবন, সূর্যসেন হলসহ বিভিন্ন ভবন বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানিয়েছেন। শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক বোমা হামলার হুমকি দেয়া হলেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। তিনি বলেন, এখানে হাজার হাজার শিক্ষক-শিক্ষার্থী অবস্থান করছে। সে দিক বিবেচনা করে উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

গাজীপুর ও চট্টগ্রামে বোমা হামলার পর শিক্ষকদের আড্ডাস্থল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ক্লাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ক্লাবের মূল গেট সার্বক্ষণিক বন্ধ রাখা হচ্ছে। একমাত্র শিক্ষকরা আসলে ক্লাবে প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে। এছাড়া প্রশাসনিক ভবনের বিভিন্ন কর্মকর্তা তাদের অফিসে নিরাপত্তার সুবিধার্থে মেটাল ডিটেক্টর ক্রয় করার জন্য অর্থ বরাদ্দ চেয়ে ভিসি বরাবর আবেদন জানিয়েছে। গত ৫ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত হলেও তার তেমন কোন কার্যকারিতা নেই। সিন্ডিকেট সভার পর টিএসসি এলাকা ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়, বিভিন্ন ভবনে ও বিভিন্ন রাস্তার পাশে কোন বহিরাগত অবস্থান করতে পারবে না বলে সিদ্ধান্ত হলেও বহিরাগতরা নির্বিঘ্নে চলাফেরা করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তার জন্য ইতিমধ্যে সিন্ডিকেটে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানান।